রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৪ সনের ৫২ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ২৫, ২০১৪

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭৭৯—৭৯৬
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৮৪৯—১৮৮৮
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৩১১—২৩৮৭
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৬৩
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৩

আদেশ

তারিখ, ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৪৩৬ বিচার-৩/১ডি-০১/২০১২—যেহেতু, কিশোরগঞ্জের সাবেক অতিরিক্ত জেলা জজ বর্তমানে যশোহরের অতিরিক্ত জেলা জজ জনাব মোঃ মিজানুর রহমানের বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সনের সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির দায়ে অভিযোগ আনয়নপূর্বক বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের সাথে পরামর্শ এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে ০১/২০১২ নং বিভাগীয় মোকদ্দমা রুজু করতঃ কেন তাঁকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হবে না সে মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ মিজানুর রহমান উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাবে প্রস্তাবিত শাস্তি প্রদানের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন যুক্তি প্রদর্শন করতে পারেননি; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মোঃ মিজানুর রহমান এর বিরুদ্ধে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণীত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাক্রমে কর্তৃপক্ষ জনাব মোঃ মিজানুর রহমান-কে অভিযোগের ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করে কেন তাঁকে চাকুরী হতে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা হবে না সে মর্মে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশের প্রতি উত্তরে প্রস্তাবিত শাস্তির বিরুদ্ধে সন্তোষজনক জবাব প্রদান করতে পারেন নি;

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

এক্ষণে সেহেতু, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের সাথে পরামর্শ এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে কিশোরগঞ্জের সাবেক অতিরিক্ত জেলা জজ বর্তমানে যশোহরের অতিরিক্ত জেলা জজ জনাব মোঃ মিজানুর রহমান- কে ১৯৮৫ সনের সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ৪(৩)(বি) বিধি মোতাবেক বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory Retirement) প্রদান করা হ'ল।

এরূপ বাধ্যতামুলক অবসর দানের ফলে তিনি বিধি মোতাবেক সকল প্রকার আর্থিক সুবিধাদি পাবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক
সচিব (দায়িত্ব প্রাপ্ত)।

বিচার শাখা-৬

আদেশাবলী

তারিখ, ২৫ আগস্ট ২০১৪

নং আর-৬/৭এন-২৩/২০১৪-১২০৩—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব এ, কে, এম বদরুল আলম, পিতা মোঃ খলিল মিয়া, মাতা মোছাঃ আয়েশা খাতুনকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩(তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল।

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯ নং ফরমে প্রতিবৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-০২/২০১৪-১২০৪—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, পিতা সুলতান আহম্মদ বেপারীকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩(তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল।

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনির কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯ নং ফরমে প্রতিবৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মিজানুর রহমান খান
উপসচিব (প্রশাসন)।

তথ্য মন্ত্রণালয়

আইন ও শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩১ ভাদ্র ১৪২১/১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ১৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০০৫.১২.২২০—যেহেতু, বিসিএস (তথ্য-প্রফেশনাল) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তা বাংলাদেশ বেতার, শাহবাগ, ঢাকা এর সহকারী বেতার প্রকৌশলী বেগম জেসমিন আকতারকে অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত স্বামীর সাথে সাক্ষাতের জন্য ০৫-১০-২০১০ তারিখ হতে ০৩-১২-২০১০ তারিখ পর্যন্ত অথবা প্রকৃত যাত্রার তারিখ হতে ৬০(ষাট) দিনের বহিঃ বাংলাদেশ অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা হয়। বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক তাকে ১৪-১০-২০১০ তারিখ হতে কর্মস্থল থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় এবং সে মোতাবেক তিনি অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে ১৭-১০-২০১০ তারিখে ঢাকা ত্যাগ করেন;

যেহেতু, বিদেশ ভ্রমণ ও ছুটি ভোগ শেষে ১৬-১২-২০১০ তারিখ থেকে ১৮-১২-২০১০ তারিখ পর্যন্ত সরকারি ছুটি থাকায় ১৯-১২-২০১০ তারিখে তার কর্মস্থলে যোগদান করার কথা থাকলেও তিনি কাজে যোগদান না করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধি, ১৯৮৫ এর ৩(সি) বিধিমতে ডিজারশনের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং ৫/২০১১ রুজু করতঃ তথ্য মন্ত্রণালয়ের ১৭-০১-২০১২ তারিখের ১৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০০৫.১১.১৬ নং স্মারকমূলে অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী তার স্থায়ী ঠিকানা এবং অস্ট্রেলিয়ার ঠিকানায় রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, "প্রাপক দেশে না থাকায় ফেরত বলিয়া গণ্য হইল" মন্তব্য সহকারে স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরিত পত্র এবং "Unclaimed" মন্তব্য সহকারে অস্ট্রেলিয়ায় প্রেরিত পত্রটি ফেরত আসে;

যেহেতু, সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৭(৩) বিধি মোতাবেক ০৩-০৯-২০১২ তারিখের নং ১৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০০৫.১১.২২৪ স্মারকমূলে এ মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (চলচ্চিত্র) জনাব জি এম নজমুল হোসেন খানকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তিনি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হয়;

যেহেতু, একই বিধিমালার ৭(৬) বিধি মোতাবেক ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শাতে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয় যা ৩১-১০-২০১২ ও ২৫-১০-২০১২ তারিখে দৈনিক সমকাল এবং দি ডেইলী স্টার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ০৭(সাত) কার্যদিবসের বেশি সময় অতিবাহিত হলেও জবাব না পাওয়ায় তাকে

অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ অর্থাৎ ১৭-১২-২০১০ খ্রিঃ থেকে সরকারি চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) শাস্তি (গুরুদণ্ড) প্রদানের লক্ষ্যে একই বিধিমালার ৭(৭) বিধিমতে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) এর মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) এর ০৭-০১-২০১৪ তারিখের নং ৮০.১০২.৪২.০০.০০.০৪.২০১৩-৭ সংখ্যক স্মারকমূলে তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের সাথে কমিশন একমত পোষণ করে;

সেহেতু, বিসিএস (তথ্য-প্রফেশনাল) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তা বাংলাদেশ বেতার, শাহবাগ, ঢাকা এর সহকারী বেতার প্রকৌশলী বেগম জেসমিন আকতারকে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(সি) বিধি অনুযায়ী বিনা অনুমতিতে কর্মস্থল ত্যাগের (Desertion) অভিযোগ দোষী সাব্যস্ত করে অনুপস্থিতির তারিখ অর্থাৎ ১৭-১২-২০১০ তারিখ থেকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধিমতে তাকে সরকারি চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) দণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মরতুজা আহমদ
সচিব।

প্রেস-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩১ ভাদ্র ১৪২১/১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ১৫.০০.০০০০.০২০.০৬.০০১.১২.৩৫৬(২)—'তথ্য অধিকার আইন-২০০৯' এর ধারা ১৫(১) অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে তথ্য কমিশনার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেছেন ঃ

(১) জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার, সাবেক সচিব, তথ্য কমিশন, ঢাকা।

(২) প্রফেসর খুরশিদা বেগম সাঈদ, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সভার, ঢাকা।

২। তথ্য কমিশনারগণের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক, ভাতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

৩। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জাহেদুল হক
সহকারী সচিব।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং পম/লিএ/বিওশ্/বিমা-২৫/২০১৩/৩৩৮—যেহেতু, আপনি, জনাব হাসান সহিদ সরকার, সহকারী সাইফার কর্মকর্তা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-৩(বি), (সি) ও (ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদারচণ, গত ১২ জুন, ২০১২ খ্রিঃ হতে ৬০(ষাট) দিনের বেশি সময় ধরে কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকা (ডিজারশন) এবং দুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগের অভিযুক্ত করে অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামাসহ অত্র মন্ত্রণালয়ের ১৬-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পম/লিএ/বিওশ্/বিমা-২৫/২০১৩/১২৭ নং স্মারকমূলে আপনার কৈফিয়ৎ তলব (প্রথম কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি) করা হয়; এবং

যেহেতু, উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশ যথারীতি জারির পরও আপনি কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করেননি এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক কিনা তাও জানাননি; এবং

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য পরিচালক পর্যায়ের একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলে তদন্তকারী কর্মকর্তা তার তদন্ত প্রতিবেদনে আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর বিধি-৩, উপবিধি-(সি) মোতাবেক ডিজারশনের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং অসদাচরণ এবং দুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগসমূহের বিষয়বস্তু নিয়ে ফৌজদারি আদালতে মামলা বিচারাধীন রয়েছে মর্মে অভিমত প্রদান করেছেন; এবং

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-৩, উপবিধি-সি মোতাবেক ডিজারশনের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আপনাকে সরকারি চাকুরি হতে বাধ্যতামূলকভাবে অবসরদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ যথারীতি জারি করা হয় এবং দু'টি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়; এবং

যেহেতু, আপনি, দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাবে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে আপনার অনুপস্থিতি অসুস্থতার কারণে হয়েছে উল্লেখ করে আপনার অনুকূলে চিকিৎসাজনিত ছুটি মঞ্জুরপূর্বক আপনার বিরুদ্ধে জারিকৃত বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত (প্রয়োজনে পুনঃতদন্ত করে) প্রত্যাহার করার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেছেন; এবং

যেহেতু, অত্র মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা কর্তৃক গঠিত মেডিকেল বোর্ড আপনার স্বাস্থ্য পরীক্ষা অন্তে চাকুরি করার উপযুক্ত (ফিট) বলে ঘোষণা করে প্রতিবেদন দাখিল করায় কর্মস্থলে আপনার অননুমোদিত অনুপস্থিতিকে চিকিৎসাজনিত ছুটি হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি; এবং

যেহেতু, ইতোমধ্যে আপনার বিরুদ্ধে বিজ্ঞ বিশেষ জজ আদালত-৩, ঢাকায় রুজুকৃত ৬৪/১০ নং বিশেষ মামলায় আপনার সাজা হয়েছে এবং Conviction warrant শাহবাগ থানা, ঢাকায় তামিলের অপেক্ষায় রয়েছে ও আপনি পলাতক আছেন; এবং

যেহেতু, আপনাকে সরকারি চাকুরি হতে বাধ্যতামূলক অবসরদানের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হলে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছে; এক্ষণে,

সেহেতু, আপনাকে সরকারি কর্মচারী (শঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-৩(সি) তে বর্ণিত ডিজারশনের অপরাধে একই বিধিমালার বিধি-৪, উপবিধি-৩(বি) মোতাবেক 'চাকুরী হতে বাধ্যতামূলক অবসর' (Compulsory Retirement) দান করা হল।

মোঃ শহীদুল হক
পররাষ্ট্র সচিব।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-১ (সংস্থাপন) অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ২৪.০০.০০০০.১১১.১৮.০৪৭.১৪.৬১৪—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২২ মে, ২০১৩ খ্রিঃ (০৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২০ বাংলা) তারিখের ০৫.১২৩.০৩৫.০০.০০.০০৫.২০০৮(অংশ-১)-১১০ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন এবং ২৬ জানুয়ারি, ২০১৪ খ্রিঃ (১৩ মাঘ, ১৪২০ বাংলা) তারিখের ০৫-১২৩.০৩৫.০০.০০.০০৫.২০০৮(অংশ-১)-১৫ সংখ্যক সরকারি আদেশ মোতাবেক বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সহকারী হিসাবরক্ষক জনাব মোঃ সোহেল রানা কে নিম্নোক্ত পদে পদায়ন এবং বেতন স্কেল উন্নীত করা হলো ঃ

নাম	বর্তমান পদনাম	পরিবর্তিত পদনাম	বর্তমান বেতন স্কেল	পরিবর্তিত বেতন স্কেল	পরিবর্তিত পদমর্যাদা
জনাব মোঃ সোহেল রানা	সহকারী হিসাবরক্ষক	হিসাবরক্ষক	৫৫০০-১২০৯৫	৫৯০০-১৩১২৫	তৃতীয় শ্রেণী

২। এ আদেশ ২০-০৪-২০১৪ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

আখতারী বেগম
উপসচিব।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৩ ভাদ্র ১৪২১/২৮ আগস্ট ২০১৪

নং ৩৯.০১২.০০২.০১.০৩.০২১.২০১৪-৭১৫—২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপের প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই, আবেদনকারীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ এবং মেধা তালিকা প্রণয়নের জন্য **খাদ্য ও কৃষি বিজ্ঞান বিষয়ক কমিটি** গঠন করা হলো ঃ

আহ্বায়ক

(১) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সেলিম, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

সদস্যবৃন্দ

(২) অধ্যাপক ড. মোঃ নজরুল ইসলাম, উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

(৩) ড. আবু সাদেক মোঃ সেলিম, সহযোগী অধ্যাপক, অ্যানিম্যাল সায়েন্স অ্যান্ড নিউট্রিশন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর।

(৪) নাজমা বেগম, উপবৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

(৫) মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, সহকারী সচিব, শাখা ১২, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়

অধিগ্রহণ অধিশাখা-০১

এল, এ, কেস নং ৬৮/১৯৬০-৬১ (রাজ)

ঘ ফরম

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৮ ভাদ্র ১৪২১/২ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৪৯.১৪-৩০৮—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৫-১২-১৯৬০ খ্রিঃ তারিখে আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তি অধিগ্রহণের আওতাধীন রহিয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপধারা মোতাবেক প্রদত্ত রির্পোট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তি সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক হুকম দখল করা হইল।

তফসিল

মৌজা ঃ নজিপুর, জে, এল নং ২১৭, উপজেলা পত্নীতলা, জেলা নওগাঁ।

খতিয়ান নং	সি, এস দাগ নং	দাগে মোট জমি	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
২০৭	৬৫৭	০.২০	০.০৮

সর্বমোট জমির পরিমাণ কম/বেশী = ০.০৮ একর

জমির নক্স জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
উপ সচিব।

এল, এ, কেস নং ১৩৮/৬২-৬৩

ঘ ফরম

সম্পত্তি হুকম দখলের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৮ ভাদ্র ১৪২১/২ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৪৯.১৪-৩০৮—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) অধিগ্রহণ আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৪-১২-১৯৬২ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণের আওতাধীন রহিয়াছে;

এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক হুকুম দখল করা হইল।

তফসিল

জেলা নওগাঁ, উপজেলা আত্রাই, মৌজা পতিসর, জে, এল, নং ২৮১

খতিয়ান নং	সি, এস দাগ নং	দাগে মোট জমি	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
২০৫	৬১২	..	০.০৮

সর্বমোট জমির পরিমাণ কম/বেশী = ০.০৮ একর

জমির নক্স জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
উপসচিব।

এল, এ, কেস নং ১৮/৭০-৭১

ঘ ফরম

সম্পত্তি হুকম দখলের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৮ ভাদ্র ১৪২১/২ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৪৯.১৪-৩০৮—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) অধিগ্রহণ আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২০-১০-১৯৭১ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণের আওতাধীন রহিয়াছে;

এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক হুকুম দখল করা হইল।

তফসিল

মৌজা কোমাইগাড়ী, জে, এল, নং ৩৩৫, উপজেলা নওগাঁ সদর, জেলা নওগাঁ।

খতিয়ান নং	সি, এস দাগ নং	আংশিক/পূর্ণ	দাগে মোট জমি	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
২৭২	৭৫৫	আংশিক	১.৫০	০.৭২
১৭৭	৭৫৬	আংশিক	০.২৯	০.১১
১৭৭	৭৫৭	পূর্ণ	০.৩১	০.৩১
৪০	৭৫৮	পূর্ণ	০.৩২	০.৩২
			মোট =	১.৪৬ একর

মোট জমির পরিমাণ কম/বেশী=১.৪৬ একর

জমির নক্স জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
উপসচিব।

এল, এ, কেস নং ১৩৯/৬২-৬৩

ঘ ফরম

সম্পত্তি হুকম দখলের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৮ ভাদ্র ১৪২১/২ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৪৯.১৪-৩০৮—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) অধিগ্রহণ আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৬-১২-১৯৬২ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণের আওতাধীন রহিয়াছে;

এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক হুকুম দখল করা হইল।

তফসিল

মৌজা ভাঙ্গাজাঙ্গাল, জে, এল নং ২৯৮, উপজেলা আত্রাই, জেলা নওগাঁ।

খতিয়ান নং	সি, এস দাগ নং	আর, এস দাগ নং	আংশিক/পূর্ণ	দাগে মোট জমি	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১৭	৩০৫	৩৪৬	..	..	০.০৮

সর্বমোট জমির পরিমাণ কম/বেশী=০.০৮ একর

জমির নক্স জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
উপসচিব।

এল, এ, কেস নং ৫৭/১৯৬২-৬৩ (রাজ)

ঘ ফরম

সম্পত্তি হুকম দখলের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৮ ভাদ্র ১৪২১/০২ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৫৬.১৪-৩০৯—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) অধিগ্রহণ আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২০-০২-১৯৬৩ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণের আওতাধীন রহিয়াছে;

এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রির্পোট বিবেচনার পর সকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক হুকুম দখল করা হইল।

তফসিল

মৌজা আসরন্দ, জে, এল, নং ২৫, উপজেলা পোরশা, জেলা নওগাঁ।

খতিয়ান নং	সি, এস দাগ নং	দাগে মোট জমি (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
২৪৯	১০৪৭	০.৯৪	০.০৮

সর্বমোট জমির পরিমাণ কম/বেশী = ০.০৮ একর

জমির নক্স জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
উপ সচিব।

এল, এ, কেস নং ৬৭/১৯৬১-৬২

ঘ ফরম

সম্পত্তি হুকম দখলের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৮ ভাদ্র ১৪২১/০২ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৫৬.১৪-৩০৯—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) অধিগ্রহণ আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ০৩-১০-১৯৬১ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণের আওতাধীন রহিয়াছে;

এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রির্পোট বিবেচনার পর সকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক হুকুম দখল করা হইল।

তফসিল

জেলা নওগাঁ, উপজেলা নওগাঁ সদর, মৌজা বনগাঁ, জে, এল, নং ৩৬৮

খতিয়ান নং	সি, এস দাগ নং	দাগে মোট জমি (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
০২	০৪	০.২৬	০.০৮

সর্বমোট জমির পরিমাণ কম/বেশী = ০.০৮ একর

জমির নক্স জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
উপ সচিব।

এল, এ, কেস নং ৮১/৬৫-৬৬

ঘ ফরম

সম্পত্তি হুকম দখলের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ১৮ ভাদ্র ১৪২১/০২ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৫৬.১৪-৩০৯—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) অধিগ্রহণ আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৭-০১-১৯৬৯ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণের আওতাধীন রহিয়াছে;

এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রির্পোট বিবেচনার পর সকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫(৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক হুকুম দখল করা হইল।

তফসিল

জেলা নওগাঁ, উপজেলা আত্রাই, মৌজা আমরুল কসবা, জে, এল, নং ২৯।

খতিয়ান নং	সি, এস দাগ নং	দাগে মোট জমি	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৩০৫	১১১৫	০.০৯	০.০২
৫৬৩	১১১৭	০.৫৫	০.০৬
		মোট =	০.০৮ একর

সর্বমোট জমির পরিমাণ কম/বেশী=০.০৮ একর

জমির নক্স জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
উপসচিব।

অধিগ্রহণ শাখা-০২

এল, এ, কেস নং ০৪/১৯৮০-১৯৮১

(ভূমি হুকুম দখল শাখা)

ঘোষণা পত্র

ফরম নং ঘ

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.১২৪.১৪-২৪৩—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে।

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

মৌজা ঘুটাবাছা, জে এল নং ১২, সিট নং ০৫, উপজেলা পাথরঘাটা, জেলা বরগুনা।

দাগ নং	খতিয়ান নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
২৮৬৬	২৬, ৫৩৩	২.৫২	০.৪০
২৮৬৯	৪৬, ২৩৪, ২৫৯, ৪০৯	৪.৭০	০.৩৫

মোট জমির পরিমাণ ০.৭৫ একর মাত্র।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
যুগ্ম-সচিব।

অধিশাখা-২(মাঠ প্রশাসন)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৫ আগস্ট ২০১৪

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৬.১৫.১১৭.১২-৬৪৪**—নির্দেশিত হয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৯-৯-২০১৪ তারিখে মপবি/নিকার/১(৪)/২০০৪/ ১৫০ নং স্মারকে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার) এর ৯৩তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৭-৫-২০১২ তারিখের ০৫.১৫৬.০১৫.০৩.০০.০০৪.২০১১-৭৩ নং স্মারক, অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা অনুবিভাগ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা-২ এর ৮-১২-২০১৩ তারিখের অম/অবি/ব্যনি-২/ভূমি-০১/২০১১/৩০৪ নং স্মারক ও অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন অধিশাখা-১ এর ১৬-০৪-২০১৪ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৬১.৩১.০০৬.১২-৭৭ নং স্মারকে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৬-০৭-২০১৪ তারিখের ০৪.০০.০০০০.২১১.০৬.০১৮.১৪-২৮৮ নং স্মারকে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ০২ জুলাই, ২০১৪ তারিখের ১৭শ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখার জন্য আউটসোর্সিংসহ ৭ ক্যাটাগরীর ১২টি পদ সৃজনের সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করছি ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম ও সংখ্যা	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত বেতনস্কেল, ২০০৯	বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত বেতনস্কেল, ২০০৯	নিয়োগ যোগ্যতা/ অভিজ্ঞতা
১	২	৩	৪	৫
(১)	অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা ০১টি	১১০০০—২০৩৭০	১১০০০—২০৩৭০ (৯ম গ্রেড)	**নিয়োগ যোগ্যতা ঃ** ভূমি হুকুম দখল অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯০ অনুযায়ী পদ পূরণযোগ্য।
(২)	জেলা কানুনগো ০১টি	৮০০০—১৬৫৪০	৮০০০—১৬৫৪০ (১০ম গ্রেড)	**নিয়োগ যোগ্যতা ঃ** অর্থ বিভাগের ১৪-১-২০১০ তারিখের অম/অবি(বাস্ত-১)/ভূমি-১৮/২০০৬/১৪ নং স্মারকের শর্ত অনুযায়ী পদ পূরণযোগ্য।
(৩)	সার্ভেয়ার ০২টি	৫২০০—১১২৩৫	৫২০০—১১২৩৫ (১৪নং গ্রেড)	**নিয়োগ যোগ্যতা ঃ** ভূমি হুকুম দখল অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯০ অনুযায়ী পদ পূরণযোগ্য।
(৪)	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষিক ০২ টি	৪৭০০—৯৭৪৫	৪৭০০—৯৭৪৫ (১৬ নং গ্রেড)	**নিয়োগ যোগ্যতা ঃ** The Recruitment Rules for the Upazila Revenue Officers and Staff (Management Side) Rules, 1985 অনুযায়ী পদ পূরণযোগ্য।

১	২	৩	৪	৫
			আউটসোসিং নীতিমালা অনুযায়ী সেবামূল্য	
(৫)	জারিকারক ০১টি	৪২৫০-৭৭৪০	টাকা ৭৯০০ (সাকুল্যে)	আউটসোর্সিং নীতিমালা অনুযায়ী পদ পূরণের শর্তে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য।
			টাকা ৭৬০০ (সাকুল্যে)	আউটসোর্সিং নীতিমালা অনুযায়ী পদ পূরণের শর্তে চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল এর মেট্রোপলিটন এলাকার এবং নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী পৌর এলাকার জন্য।
			টাকা ৭৩৫০ (সাকুল্যে)	আউটসোর্সিং নীতিমালা অনুযায়ী পদ পূরণের শর্তে অন্যান্য এলাকার জন্য।
(৬)	চেইনম্যান ০৪টি	৪১০০—৭৭৪০ (আউটসোর্সিং	টাকা ৭৭৫০ (সাকুল্যে)	আউটসোর্সিং নীতিমালা অনুযায়ী পদ পূরণের শর্তে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য।
			টাকা ৭৪৫০ (সাকুল্যে)	আউটসোর্সিং নীতিমালা অনুযায়ী পদ পূরণের শর্তে চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল এর মেট্রোপলিটন এলাকার এবং নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গী পৌর এলাকার জন্য।
(৭)	অফিস সহায়ক ০১টি		টাকা ৭২০০ (সাকুল্যে)	আউটসোর্সিং নীতিমালা অনুযায়ী পদ পূরণের শর্তে অন্যান্য এলাকার জন্য।

২। ইহাতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর সদয় সম্মতি রয়েছে।

৩। সকল আনুষ্ঠানিকতা পালনপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জিও জারি করা হলো।

এ, টি, এম, মোস্তফা কালাম
উপ সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়

জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১৯ ভাদ্র ১৪২১/৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৩১.০৩৬.০৩৩.০০.০০.১৫৮.২০১০-২১৪—১৯৯৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারাধীন ৭ নং উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত মৌজারসমূহ স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	২	৩	৪	৫
(১)	উত্তরা শ্যামপুর	৬১	শিবগঞ্জ	বগুড়া
(২)	পশ্চিম সৈয়দপুর	৯২	শিবগঞ্জ	বগুড়া
(৩)	মাগুড়া	১৪২	শিবগঞ্জ	বগুড়া
(৪)	দোবিলা	১৪৮	শিবগঞ্জ	বগুড়া
(৫)	উথলী	১৫৬	শিবগঞ্জ	বগুড়া
(৬)	দহপাড়া	১৮৪	শিবগঞ্জ	বগুড়া
(৭)	গণকপাড়া	১৮৫	শিবগঞ্জ	বগুড়া
(৮)	বৈকুণ্ঠপুর	১৯৩	শিবগঞ্জ	বগুড়া
(৯)	ইসলামপুর	১৯৫	শিবগঞ্জ	বগুড়া
(১০)	পার আচলাই	২১৫	শিবগঞ্জ	বগুড়া
(১১)	খামারপাড়া	২১৬	শিবগঞ্জ	বগুড়া
(১২)	মাজপাড়া	২২০	শিবগঞ্জ	বগুড়া
(১৩)	কলমগাড়ী	২২৬	শিবগঞ্জ	বগুড়া
(১৪)	সচিয়ানী	২২৯	শিবগঞ্জ	বগুড়া
(১৫)	কাজীপুর	২৩৫	শিবগঞ্জ	বগুড়া
(১৬)	ঘাগরদুয়ার	২৩৬	শিবগঞ্জ	বগুড়া
(১৭)	সুদামপুর	২৩৭	শিবগঞ্জ	বগুড়া
(১৮)	দক্ষিণ কৃষ্ণপুর	২৩৮	শিবগঞ্জ	বগুড়া
(১৯)	অনন্তবালা	২৪৩	শিবগঞ্জ	বগুড়া
(২০)	নগরকান্দী	২৪৪	শিবগঞ্জ	বগুড়া
(২১)	দামগাড়া	১৪	কাহালু	বগুড়া
(২২)	সামন্তহার	৩৭	কাহালু	বগুড়া
(২৩)	কালিশকুড়ি	৬৭	কাহালু	বগুড়া
(২৪)	গৌরীপুর	৬৮	কাহালু	বগুড়া
(২৫)	খাড়িয়া নিশিন্দারা	১১০	কাহালু	বগুড়া
(২৬)	আটল	২০	দুপচাঁচিয়া	বগুড়া
(২৭)	ইছলামপুর	৫২	দুপচাঁচিয়া	বগুড়া
(২৮)	আমঝুপী	৫৯	দুপচাঁচিয়া	বগুড়া
(২৯)	অর্জ্জুনগাড়ী	৬৩	দুপচাঁচিয়া	বগুড়া
(৩০)	সিংড়া	৬৫	দুপচাঁচিয়া	বগুড়া
(৩১)	নুরপুর	৭১	দুপচাঁচিয়া	বগুড়া
(৩২)	আমসাট্র	৯১	দুপচাঁচিয়া	বগুড়া
(৩৩)	চন্দ্রদীঘী	৯৫	দুপচাঁচিয়া	বগুড়া

১	২	৩	৪	৫
(৩৪)	দুবরা	১০৮	দুপচাঁচিয়া	বগুড়া
(৩৫)	সাগরপুর	১০৯	দুপচাঁচিয়া	বগুড়া
(৩৬)	মেঘা	১১২	দুপচাঁচিয়া	বগুড়া
(৩৭)	সুজনেরপাড়া	৭	সারিয়াকান্দি	বগুড়া
(৩৮)	বহুলাডাঙ্গা	১০	সারিয়াকান্দি	বগুড়া
(৩৯)	আউচার পাড়া	৮	সারিয়াকান্দি	বগুড়া
(৪০)	মাইঠাইন	১১১	সারিয়াকান্দি	বগুড়া
(৪১)	কামারচট্র	২৭	গাবতলী	বগুড়া
(৪২)	নারুয়ামালা	৫৫	গাবতলী	বগুড়া
(৪৩)	প্রথমারছেও	৫৬	গাবতলী	বগুড়া
(৪৪)	মেন্দীপুর	৫৭	গাবতলী	বগুড়া
(৪৫)	হাপানীয়া	৫৯	গাবতলী	বগুড়া
(৪৬)	পচাকাথলী	৬১	গাবতলী	বগুড়া
(৪৭)	চকসদু	৮৩	গাবতলী	বগুড়া
(৪৮)	চক সেকেন্দার	৮৪	গাবতলী	বগুড়া
(৪৯)	নিসিন্দারা	৮৭	গাবতলী	বগুড়া
(৫০)	চকবেরা	৯০	গাবতলী	বগুড়া
(৫১)	কর্নীপাড়া	৯৯	গাবতলী	বগুড়া
(৫২)	পেরী	১০০	গাবতলী	বগুড়া
(৫৩)	ভান্ডারপাইকা	৩২	বগুড়া সদর	বগুড়া
(৫৪)	নন্দিপাড়া	৫৩	বগুড়া সদর	বগুড়া
(৫৫)	চান্দাই	৭৬	বগুড়া সদর	বগুড়া
(৫৬)	কালীবালা	৮৮	বগুড়া সদর	বগুড়া
(৫৭)	চক মিঠন	১১১	বগুড়া সদর	বগুড়া
(৫৮)	বিরহিমপুর	১৩৪	বগুড়া সদর	বগুড়া
(৫৯)	নগরকান্দি	২৬২	বগুড়া সদর	বগুড়া
(৬০)	হাটিয়ারপাড়া	১৪	ধুনট	বগুড়া
(৬১)	বানিয়াজান	২০	ধুনট	বগুড়া
(৬২)	বাজেয়াস্তী এলঙ্গি	৪০	ধুনট	বগুড়া
(৬৩)	আওলা আহাম্মদ	৫০	ধুনট	বগুড়া
(৬৪)	রুদ্রবাড়িয়া	৫৮	ধুনট	বগুড়া
(৬৫)	নাগেশ্বরগাঁতী	৬০	ধুনট	বগুড়া
(৬৬)	জুগীগাঁতী	৬১	ধুনট	বগুড়া
(৬৭)	বিলপথিয়া	৬২	ধুনট	বগুড়া
(৬৮)	পিপুলবাড়ীযা	৮০	ধুনট	বগুড়া
(৬৯)	সিংড়া	৩৭	শেরপুর	বগুড়া
(৭০)	ঘোলঘরিয়া	৪৩	শেরপুর	বগুড়া
(৭১)	পাঁচদেউলি	৪৮	শেরপুর	বগুড়া
(৭২)	বেসালপুর	৫১	শেরপুর	বগুড়া
(৭৩)	গোয়ালবিশ্বা	৫৬	শেরপুর	বগুড়া
(৭৪)	দলিল	৫৭	শেরপুর	বগুড়া
(৭৫)	মাগুরগাড়ী	৭৩	শেরপুর	বগুড়া
(৭৬)	শ্যামনগর	৭৭	শেরপুর	বগুড়া
(৭৭)	ভাদাসপাড়া	৮৩	শেরপুর	বগুড়া

১	২	৩	৪	৫
(৭৮)	শ্যামপুর	৮৮	শেরপুর	বগুড়া
(৭৯)	কানাইকান্দর	১০১	শেরপুর	বগুড়া
(৮০)	খোর্দ্দ বগুড়া	১৮৬	শেরপুর	বগুড়া
(৮১)	বিষ্ণুপুর	৪৪	নন্দীগ্রাম	বগুড়া
(৮২)	মধুকুড়ী	১২৫	নন্দীগ্রাম	বগুড়া
(৮৩)	কৈগাড়ী	১২৭	নন্দীগ্রাম	বগুড়া
(৮৪)	শিমুলকুচি	১৩২	নন্দীগ্রাম	বগুড়া
(৮৫)	কৈডালা	১৩৪	নন্দীগ্রাম	বগুড়া
(৮৬)	বৈলগ্রাম আরাজী	১৪৪	নন্দীগ্রাম	বগুড়া
(৮৭)	পাটগারী	১৪৯	নন্দীগ্রাম	বগুড়া
(৮৮)	ভর পাকুরিয়াপাড়া	১৫০	নন্দীগ্রাম	বগুড়া
(৮৯)	দীঘিরপাড়	১৫২	নন্দীগ্রাম	বগুড়া
(৯০)	কৃষ্ণপুর	১৬০	নন্দীগ্রাম	বগুড়া
(৯১)	দেওতা	১৬১	নন্দীগ্রাম	বগুড়া
(৯২)	নিনগাঁও	১৬৮	নন্দীগ্রাম	বগুড়া
(৯৩)	পুনাইল	১৭১	নন্দীগ্রাম	বগুড়া
(৯৪)	পূর্ব কুচাইকুড়ী	১৮১	নন্দীগ্রাম	বগুড়া
(৯৫)	হাটুয়া	১৮৩	নন্দীগ্রাম	বগুড়া
(৯৬)	আলাইপুর	১৮৪	নন্দীগ্রাম	বগুড়া
(৯৭)	চাকরান আধাখোলা	১৯৯	নন্দীগ্রাম	বগুড়া
(৯৮)	পৌতা	২০০	নন্দীগ্রাম	বগুড়া
(৯৯)	তেঘরি	২০৪	নন্দীগ্রাম	বগুড়া
(১০০)	চক রামদেবপুর	২০৬	নন্দীগ্রাম	বগুড়া
(১০১)	বসন্তগাড়ী	২১১	নন্দীগ্রাম	বগুড়া
(১০২)	চন্ডীপুর	২৩০	নন্দীগ্রাম	বগুড়া
(১০৩)	পলাশপুর	৩৭	জয়পুরহাট সদর	জয়পুরহাট
(১০৪)	জিতারপুর	৫৬	জয়পুরহাট সদর	জয়পুরহাট
(১০৫)	কদমগাছী	৬৯	জয়পুরহাট সদর	জয়পুরহাট
(১০৬)	পন্ডিতপুর	৭৮	জয়পুরহাট সদর	জয়পুরহাট
(১০৭)	কোচনাপুর	৮২	জয়পুরহাট সদর	জয়পুরহাট
(১০৮)	তুলট	১২১	জয়পুরহাট সদর	জয়পুরহাট
(১০৯)	মিরগাঁও	১৩২	জয়পুরহাট সদর	জয়পুরহাট
(১১০)	গঙ্গাদাসপুর	১৩৮	জয়পুরহাট সদর	জয়পুরহাট
(১১১)	চক জগদীশপুর	১৫৭	জয়পুরহাট সদর	জয়পুরহাট
(১১২)	খোকশগাড়ী	১২৭	পাঁচবিবি	জয়পুরহাট
(১১৩)	বহরমপুর	১৩২	পাঁচবিবি	জয়পুরহাট
(১১৪)	নন্দিগাঁও	১৭৫	পাঁচবিবি	জয়পুরহাট
(১১৫)	সড়াইল	১৮৩	পাঁচবিবি	জয়পুরহাট
(১১৬)	হরিপুর	৪৩	আক্কেলপুর	জয়পুরহাট
(১১৭)	মহম্মদপুকুর	৬৩	আক্কেলপুর	জয়পুরহাট
(১১৮)	টেমারিয়া	৬৪	আক্কেলপুর	জয়পুরহাট
(১১৯)	রামশালা	৬৫	আক্কেলপুর	জয়পুরহাট
(১২০)	হাজরাপাড়া	৬৬	আক্কেলপুর	জয়পুরহাট
(১২১)	রায়কালী	১১১	আক্কেলপুর	জয়পুরহাট

১	২	৩	৪	৫
(১২২)	দেবীসাউল	১১২	আক্কেলপুর	জয়পুরহাট
(১২৩)	বানিহারা	৫৯	কালাই	জয়পুরহাট
(১২৪)	আওরা	৭৬	কালাই	জয়পুরহাট
(১২৫)	পূর্ব্ব দূর্গাপুর	৯০	কালাই	জয়পুরহাট
(১২৬)	বুরাইল	১৮	ক্ষেতলাল	জয়পুরহাট
(১২৭)	আটি	২৩	ক্ষেতলাল	জয়পুরহাট
(১২৮)	মাটিহাস	৪১	ক্ষেতলাল	জয়পুরহাট
(১২৯)	শস্করবাগ	৪২	ক্ষেতলাল	জয়পুরহাট
(১৩০)	দক্ষিণ হাটসহর	৪৭	ক্ষেতলাল	জয়পুরহাট
(১৩১)	গোপালপুর	৬৩	ক্ষেতলাল	জয়পুরহাট
(১৩২)	সহলাপাড়া	৬৬	ক্ষেতলাল	জয়পুরহাট
(১৩৩)	দৌলতপুর	৭১	ক্ষেতলাল	জয়পুরহাট
(১৩৪)	সুজাপুর	৭৪	ক্ষেতলাল	জয়পুরহাট
(১৩৫)	পাচুল	৭৫	ক্ষেতলাল	জয়পুরহাট
(১৩৬)	সুইলি	৭৮	ক্ষেতলাল	জয়পুরহাট
(১৩৭)	আকলাস	৮০	ক্ষেতলাল	জয়পুরহাট
(১৩৮)	সুলতানপুর	৮১	ক্ষেতলাল	জয়পুরহাট

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শিব্বির আহমদ উছমানী
সহকারী সচিব।

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ, ৩ ভাদ্র ১৪২১/১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৩১-০৩৬.০৩৩.০০.০০.১৮৯.২০১০-২২৯—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালা ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত সংশোধিত আকারে স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে, এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	বহলনগর	১৩৬	যশোর সদর	যশোর
(২)	উত্তর গোবিন্দপুর	৭৪	শ্রীপুর	মাগুড়া

নং ৩১-০৩৬.০৩৩.০০.০০.১৫৩.২০১০-২৩০—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালা ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এ মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত সংশোধিত আকারে স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে, এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
(১)	শিকার মঙ্গল	১০৪	কালকিনি	মাদারীপুর

মোঃ শিব্বির আহমদ উছমানী
সহকারী সচিব।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শাখা-সেল

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং মশিবিম/শা-সেল/জামস/উঃজেঃকমিটি-০৩/২০১০(অংশ)/২৫৩—জাতীয় মহিলা সংস্থার আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯ নং আইন) এর ১১(১) ধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, গৌরনদী, বরিশাল এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার গৌরনদী উপজেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট আইনের উপ-ধারা	সদস্য শ্রেণী	নাম
(১)	১১(১)(গ)	শিক্ষিকা	জনাব সোনেকা রানী সাহা
(২)	১১(১)(ঘ)	সমাজসেবী	বেগম মিনু বেগম
(৩)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	সৈয়দা মনিরুন নাহার মেরী
(৪)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম হেলেনা আক্তার
(৫)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম শিরীন সাঈদ

২। উপরে উল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ৩ নং ক্রমিকের সৈয়দা মনিরুন নাহার মেরী উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও উপরে বর্ণিত সদস্যগণ ৩০-০৫-২০১৪ তারিখ হতে ৩১ ডিসেম্বর/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে তাদেরকে তাদের পদ হতে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

৪। মেয়াদ শেষে নূতন কমিটি গঠনের যথাযথ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

নং মশিবিম/শা-সেল/জামস/উঃজেঃকমিটি-০৩/২০১০(অংশ)/২৫৪—জাতীয় মহিলা সংস্থার আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯ নং আইন) এর ১১(১) ধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, নান্দাইল, ময়মনসিংহ এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার নান্দাইল উপজেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট আইনের উপ-ধারা	সদস্য শ্রেণী	নাম
(১)	১১(১)(গ)	শিক্ষিকা	বেগম সুফিয়া বেগম
(২)	১১(১)(ঘ)	সমাজসেবী	বেগম শাহানা আজিজ
(৩)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম মকুলা বেগম
(৪)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম মোর্শেদা বেগম
(৫)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম শায়লা জাহান

২। উপরে উল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ২ নং ক্রমিকের বেগম শাহানা আজিজ উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও উপরে বর্ণিত সদস্যগণ ৩০-০৫-২০১৪ তারিখ হতে ৩১ ডিসেম্বর/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে তাদেরকে তাদের পদ হতে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

৪। মেয়াদ শেষে নূতন কমিটি গঠনের যথাযথ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

নং মশিবিম/শা-সেল/জামস/উঃজেঃকমিটি-০৩/২০১০(অংশ)/২৫৫—জাতীয় মহিলা সংস্থার আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯ নং আইন) এর ১১(১) ধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার ত্রিশাল উপজেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট আইনের উপ-ধারা	সদস্য শ্রেণী	নাম
(১)	১১(১)(গ)	শিক্ষিকা	বেগম ফারজানা সুলতানা
(২)	১১(১)(ঘ)	সমাজসেবী	বেগম উম্মে সালমা
(৩)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম জাহিদা ইয়াসমিন
(৪)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম আকলিমা আক্তার
(৫)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম মাহবুবা সুলতানা

২। উপরে উল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ৩ নং ক্রমিকের বেগম জাহিদা ইয়াসমিন উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও উপরে বর্ণিত সদস্যগণ ৩০-০৫-২০১৪ তারিখ হতে ৩১ ডিসেম্বর/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে তাদেরকে তাদের পদ হতে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

৪। মেয়াদ শেষে নূতন কমিটি গঠনের যথাযথ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

নং মশিবিম/শা-সেল/জামস/উঃজেঃকমিটি-০৩/২০১০(অংশ)/২৫৬—জাতীয় মহিলা সংস্থার আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯ নং আইন) এর ১১(১) ধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার ভৈরব উপজেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট আইনের উপ-ধারা	সদস্য শ্রেণী	নাম
(১)	১১(১)(গ)	শিক্ষিকা	অধ্যাপিকা উলফাত আরা জাহান
(২)	১১(১)(ঘ)	সমাজসেবী	জনাব মিনুয়ারা রহমান
(৩)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	জনাব ফেরদৌসী বেগম
(৪)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	জনাব কোহিনুর বেগম
(৫)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	জনাব জাকিয়া খানম

২। উপরে উল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১ নং ক্রমিকের অধ্যাপিকা উলফাত আরা জাহান উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও উপরে বর্ণিত সদস্যগণ ৩০-০৫-২০১৪ তারিখ হতে ৩১ ডিসেম্বর/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে তাদেরকে তাদের পদ হতে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

৪। মেয়াদ শেষে নূতন কমিটি গঠনের যথাযথ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

নং মশিবিম/শা-সেল/জামস/উঃজেঃকমিটি-০৩/২০১০(অংশ)/২৫৭—জাতীয় মহিলা সংস্থার আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯ নং আইন) এর ১১(১) ধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, মণিরামপুর, যশোর এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার মণিরামপুর উপজেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট আইনের উপ-ধারা	সদস্য শ্রেণী	নাম
(১)	১১(১)(গ)	শিক্ষিকা	বেগম তৃপ্তি রানী বৈরাগী
(২)	১১(১)(ঘ)	সমাজসেবী	বেগম নূর জাহান পারভীন হেনা
(৩)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম রেবেকা সুলতানা
(৪)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম আমেনা বেগম
(৫)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম গীতা রানী কুন্ডু

২। উপরে উল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ৩ নং ক্রমিকের বেগম রেবেকা সুলতানা উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও উপরে বর্ণিত সদস্যগণ ৩০-০৫-২০১৪ তারিখ হতে ৩১ ডিসেম্বর/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে তাদেরকে তাদের পদ হতে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

৪। মেয়াদ শেষে নূতন কমিটি গঠনের যথাযথ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

নং মশিবিম/শা-সেল/জামস/উঃজেঃকমিটি-০৩/২০১০(অংশ)/২৫৮—জাতীয় মহিলা সংস্থার আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯ নং আইন) এর ১১(১) ধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তালা, সাতক্ষীরা এর সুপারিশের ভিত্তিতে গত ১৩-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখের ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০৬১.১২.৯১৬ নং স্মারকে গঠিত কমিটি বাতিলপূর্বক নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে জাতীয় মহিলা সংস্থার তালা উপজেলা কমিটি পুনঃগঠন করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	ধারা	ক্যাটাগরী	নাম	মন্তব্য
(১)	১১(১)(গ)	শিক্ষিকা	বেগম ফাতেমা জোহরা (রত্না) স্বামী-মীর জাকির হোসেন, গ্রাম+পোঃ+ উপজেলা-তালা, জেলা সাতক্ষীরা।	সদস্য
(২)	১১(১)(ঘ)	সমাজসেবী	বেগম জাহান আরা খাতুন, স্বামী সৈয়দ জিল্লুর রহমান, গ্রাম-তেঁতুলিয়া, পোঃ-সুকদেবপুর, উপজেলা-তালা, জেলা সাতক্ষীরা।	চেয়ারম্যান
(৩)	১১(১)(চ)	সমাজসেবী	বেগম মোস্তারী সুলতানা স্বামী- মোঃ মাসুদ আলী বিশ্বাস, গ্রাম-বালিয়াদহ, পোঃ-বারুইপাড়া, উপজেলা-তালা, জেলা সাতক্ষীরা।	সদস্য
(৪)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম রূপালী রাণী ঘোষ, স্বামী-ঘোষ সনৎ কুমার. গ্রাম+পোঃ-তালা, উপজেলা-তালা, জেলা সাতক্ষীরা।	সদস্য
(৫)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম কামনা রায়, স্বামী-মানিক রায়, গ্রাম+পোঃ-নলতা, উপজেলা-তালা, জেলা সাতক্ষীরা।	সদস্য

২। উপরে উল্লিখিত কমিটির সদস্যগণের মধ্য হতে ২ নং ক্রমিকের বেগম জাহান আরা খাতুন উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও উপরে বর্ণিত সদস্যগণ ৩০-০৫-২০১৪ তারিখ হতে ৩১ ডিসেম্বর/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে তাদেরকে তাদের পদ হতে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

৪। মেয়াদ শেষে নূতন কমিটি গঠনের যথাযথ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

নং মশিবিম/শা-সেল/জামস/উঃজেঃকমিটি-০৩/২০১০(অংশ)/২৫৯—জাতীয় মহিলা সংস্থার আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯ নং আইন) এর ১১(১) ধারা মোতাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সুজানগর, পাবনা এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার সুজানগর উপজেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট আইনেরউপ-ধারা	সদস্য শ্রেণী	নাম
(১)	১১(১)(গ)	শিক্ষিকা	জনাবা ফারজানা কাওসার
(২)	১১(১)(ঘ)	সমাজসেবী	জনাবা খায়রুন নাহার
(৩)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	জনাবা সুলতানা পারভীন ববী
(৪)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	মিসেস সাহানারা পারভীন
(৫)	১১(১)(চ)	বিশিষ্ট মহিলা	জনাবা মোসাঃ রাশিদা আক্তার (রীনা)

২। উপরে উল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১ নং ক্রমিকের জনাবা ফারজানা কাওসার উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও উপরে বর্ণিত সদস্যগণ ৩০-০৫-২০১৪ তারিখ হতে ৩১ ডিসেম্বর/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে তাদেরকে তাদের পদ হতে অপসারণ করতে পারবে এবং তারাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

৪। মেয়াদ শেষে নূতন কমিটি গঠনের যথাযথ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ লোকমান আহাম্মদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

রেলপথ মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-৩ (শৃঙ্খলা) শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১ সেপ্টেম্বর ২০১৪/১৭ ভাদ্র ১৪২১

নং ৫৪.০০.০০০০.০০৭.২৭.০৬৫.১২-১৩৫(১৭)—স্মারক নং ৫৪.০০.০০০০.০০৭.২৭.০৬৫.১২-৮৬৩ তারিখঃ ২০-০৩-২০১২ খ্রিঃ, যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান মাসুম, প্রাক্তন উপ-পরিচালক/সিগন্যাল(চঃ দাঃ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা উক্ত পদে কর্মরত থাকা অবস্থায় আপনার আবেদনের প্রেক্ষিতে পূর্বতন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, রেলওয়ে উইংয়ের স্মারক নং এমওসি/আরঃ এঃ/লিয়েন-১১০/০৪-১৯৫৫ তারিখ ২৮-১২-২০০৫ খ্রিঃ মাধ্যমে Asstt. General Manager (Engineering) under M/S Rangs Telecom Ltd. Rangs Bhaban, 113-116 Old Air port Road, Tejgaon, Dhaka-1215 Bangladesh এর অধীনে চাকরি করার উদ্দেশ্যে দায়িত্ব পরিত্যাগের তারিখ হতে ৫ (পাঁচ) বছর লিয়েন মঞ্জুর করা হয়। সে প্রেক্ষিতে আপনি ০৫-০১-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ স্বীয় পদের দায়িত্বভার ত্যাগ করে লিয়েনের চাকরিতে যোগদান করেন। আপনার লিয়েনকাল সরকারি আদেশ মোতাবেক ০৪-০১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত হওয়ার কথা থাকলেও আপনি ২৫-১১-২০১০ খ্রিঃ তারিখে লিয়েনের চাকরি ইস্তফা প্রদান করে ৩০-১২-২০১০খ্রি. তারিখে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ছাড়পত্র গ্রহণ করে ০২-০১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে রেলওয়ের চাকরিতে যোগদানের জন্য যোগদান পত্র দাখিল করেন; যেহেতু, মহাপরিচালকের কার্যালয়ের সংস্থাপন-১ শাখার প্রজ্ঞাপন নং ই-১/টি আর-১/২০০৫-১৩ তারিখ: ১০-০২-২০১১খ্রিঃ এর মাধ্যমে আপনাকে ডিএসটিই/টিলিকম, পাকশী পদে চলতি দায়িত্বে বদলি ও পদায়ন করা হলে আপনি বদলিকৃত পদে যোগদান না করে মালয়েশিয়ার, Celestica Inc. G Engineering Support Engineer, FIST পদে বৈদেশিক চাকরির অফার লেটার প্রাপ্ত হয়ে পুনরায় সচিব, প্রাক্তন যোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবর ৫ (পাঁচ) বছর লিয়েন মঞ্জুরির জন্য সরাসরি আবেদন করেন যা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিবেচিত হয়নি এবং আপনি নতুন কর্মস্থলে যোগদান না করায় মহাপরিচালক দপ্তরের ০৯-০৬-২০১১খ্রিঃ তারিখের পত্রের মাধ্যমে আপনাকে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য আপনার স্থায়ী ঠিকানায় পত্র প্রেরণ করা হলেও আপনি অদ্যাবধি কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেননি। যেহেতু, আপনি অদ্যাবধি বদলিকৃত পদে যোগদান করেননি; এছাড়া, আপনি আপনার অবস্থান সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করে কর্মস্থল থেকে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকায় আপনার এরূপ কার্যকলাপে সরকারি বিধি বিধান ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের ন্যায়সংগত আদেশ প্রতিপালনে অবহেলা পরিলক্ষিত হয়েছে; যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) এবং ৩(সি) বিধির 'অসদাচরণ' ও 'Desertion' এর পর্যায়ভুক্ত।

২। যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান মাসুম, প্রাক্তন উপ-পরিচালক/সিগন্যাল(চঃ দাঃ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা এর এহেন আচরণ কর্তৃপক্ষের আদেশ অবজ্ঞাকরণ ও কর্তব্যে চরম অবহেলার সামিল এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিধায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) এবং ৩(সি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এবং কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে নিজকর্মে অনুপস্থিত থাকার দায়ে অভিযুক্ত করে আপনাকে এ বিভাগের ২০-০৩-২০১২খ্রি. তারিখের ৮৬৩ নং স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারিপূর্বক ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান হয়; যা আপনার স্থায়ী এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হলে 'প্রাপক দেশের বাইরে থাকেন' উল্লেখপূর্বক ডাক বিভাগ হতে বিনা জারিতে ফেরত আসে; এছাড়া, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী গত ২৫-০৭-২০১২ খ্রি. তারিখে 'দৈনিক যুগান্তর' ও ২৬-০৭-২০১২খ্রিঃ তারিখে æThe Daily Star" পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়;

৩। যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান মাসুম, প্রাক্তন উপ-পরিচালক/সিগন্যাল(চঃ দাঃ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য জনাব

আশরাফুজ্জামান, উপ-সচিব (অডিট), রেলপথ মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলে তদন্ত কর্মকর্তা আপনার অসদাচরণ এবং আপনার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেছেন;

৪। যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান মাসুম, প্রাক্তন উপ-পরিচালক/সিগন্যাল(চঃ দাঃ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা এর ২নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশের কোনরূপ জবাব প্রদান না করায় এবং তদন্ত কর্মকর্তার তদন্তে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(৬) বিধি মোতাবেক কেন চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হবে না সে মর্মে ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য গত ১৯-০৬-২০১৩খ্রিঃ তারিখে ৪১৫ নং স্মারকমূলে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়। তথাপি আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন জবাব দাখিল করেননি এবং কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে নিজকর্মে অনুপস্থিত রয়েছেন;

৫। যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান মাসুম, প্রাক্তন উপ-পরিচালক/সিগন্যাল(চঃ দাঃ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা এর নিকট হতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক কোন জবাব না পাওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩) (ডি) বিধি অনুযায়ী আপনাকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার লক্ষ্যে একই বিধিমালার ৭(৭) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের পরামর্শ/মতামত চাওয়া হলে আপনাকে "চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ" শাস্তি আরোপের এ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের সাথে সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক বিগত ৩০-০৪-২০১৪ তারিখের ১৮৯নং স্মারকে একমত পোষণ করা হয়;

৬। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত পাওয়ার পর আপনি জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান মাসুম-কে চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ এর প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমোদনের জন্য পেশ করা হলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তা অনুমোদিত হয়;

৭। সেহেতু, এক্ষণে আপনি জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান মাসুম, প্রাক্তন উপ-পরিচালক/সিগন্যাল(চঃ দাঃ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করে বিনানুমতিতে নিজকর্মে অনুপস্থিতির তারিখ অর্থাৎ ০১-০২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ থেকে "চাকুরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from Service) করা হলো।

৮। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-৭ (কলেজ-২)

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৭ ভাদ্র ১৪২১/১১ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০৫০.১৩-৩৫৩—যেহেতু, জনাব মুহম্মদ মিজানুর রহমান শেলী (০০৩৭১৯), উপাধ্যক্ষ, (সহযোগী অধ্যাপক-বাংলা), নবীনগর সরকারি কলেজ, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এর বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৬(২) ধারায় মামলায় গত ০৭-০৬-২০১৩ তারিখ থেকে ০৪-০৭-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত মোট ২৮ দিন গ্রেফতার অবস্থায় জেল হাজতে ছিলেন;

যেহেতু, তৎপরিপ্রেক্ষিতে জনাব মুহম্মদ মিজানুর রহমান শেলী-কে বিএসআর (পার্ট-১) এর বিধি ৭৩ এর নোট-২ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অফিস মেমোরেন্ডাম নং ED(Reg. VII) S-১২৩/৭৮-১১৫(৫০০), তারিখ ২১ নভেম্বর ১৯৭৮ অনুযায়ী চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। পরবর্তীতে দায়রা জজ ও স্পেশাল ট্রাইবুনাল নং-১ কুমিল্লা এর বিজ্ঞ আদালত ১২-০৫-২০১৪ তারিখে তাঁকে মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করে;

সেহেতু, জনাব মুহম্মদ মিজানুর রহমান শেলী এর সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারপূর্বক চাকুরিতে পুনর্বহালসহ বরখাস্তকালীন সময়কে কর্মকাল হিসেবে গণ্য করা হ'ল।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০০৫.১৪-৩৫০—যেহেতু, বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ আবু জাফর (১৩৪৫৩), সহকারী অধ্যাপক (সমাজবিজ্ঞান), ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সরকারি মহিলা কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এর বিরুদ্ধে উন্নয়ন প্রকল্পের উপবৃত্তি বিতরণের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করায় এবং অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে তাঁকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন। গত ১৪-০৮-২০১৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। শুনানিতে তিনি বলেন যে, উপবৃত্তির টাকা বিতরণের দিন ছাত্রীদের কলেজের নির্দিষ্ট কক্ষে জমায়েত করে তাদের রোল নম্বরের ক্রমানুসারে টেবিলে বসার ব্যবস্থা করা হয় যাতে শিক্ষা অফিসার এবং ব্যাংক কর্মকর্তাগণের টাকা বিতরণে কোন অসুবিধা না হয়। টাকা বিতরণের প্রায় দু'মাস পর সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে কয়েক জন ছাত্রী এসে তাঁকে তাদের উপবৃত্তির টাকা পাওয়ার বিষয়টি জানতে চাইলে তিনি দেখতে পান যে, বিতরণ তালিকায় স্বাক্ষরের কলামে উক্ত ছাত্রীদের স্বাক্ষর রয়েছে। তিনি উপবৃত্তি বিতরণের তালিকার একটি ফটোকপি দিয়ে সংশ্লিষ্ট অগ্রণী ব্যাংকে গিয়ে তাদের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও কিভাবে টাকা উত্তোলন করা হলো তা জানাতে বলেন। পরবর্তীতে বিষয়টি তাঁর কর্তৃপক্ষকে ফোনে অবহিত করেন এবং ৪/৫ জন ছাত্রীর স্বাক্ষর দিয়ে টাকা উত্তোলনের বিষয়ে উপবৃত্তি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তা জনাব ইউসুফকে জিজ্ঞাসা করলে বৃত্তির টাকা প্রদানের গরমিলের বিষয়টি তিনি স্বীকার করেন এবং টাকা বিতরণে ঝামেলা হয়েছিল বলে তাঁকে জানান। তিনি আরো জানান যে, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জনাব সালাম বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রীদের স্বাক্ষরের কলামে নিজ হাতে স্বাক্ষর দিয়ে বিভিন্ন খরচের অযুহাতে ০৫(পাঁচ) জন ছাত্রীর বৃত্তির টাকা তিনি গ্রহণ করেছেন। তিনি আরো বলেন যে, উপবৃত্তির টাকা বিতরণের ক্ষেত্রে তিনি শুধু অধ্যক্ষের নির্দেশে শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি কোনভাবেই টাকা-পয়সা লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সার্বিক বিবেচনায় তাঁকে ভবিষ্যতের জন্য "সতর্ক" করার সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়;

সেহেতু, জনা মোহাম্মদ আবু জাফর এর ব্যক্তিগত শুনানিতে উপস্থাপিত জবানবন্দি ও আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে ভবিষ্যতের জন্য "সতর্ক" করে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ সাদিক
সচিব।

শাখা-২০ (উন্নয়ন-১)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৮ ভাদ্র ১৪২১/২ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং শিম/শাঃ২০/৭-৩/২০১১/২৯৬—শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন "ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ সংক্রান্ত ৩০-১২-২০১২ তারিখের শিম/শাঃ২০/৭-৩/২০১১/৪১৯ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনের ৫নং ক্রমিকে "ভাষানটেক সরকারি মহাবিদ্যালয়, কাফরুল, ঢাকা" এর স্থলে "ভাসানটেক সরকারি মহাবিদ্যালয়, ভাসানটেক, ঢাকা" নামকরণ করা হলো।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাজিয়া আফরীন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
শৃংখলা-১ শাখা

আদেশাবলী

তারিখ, ১১ ভাদ্র ১৪২১/২৬ আগস্ট ২০১৪

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৬৮.২০১৪-৬৬৯—যেহেতু ডাঃ মোঃ হযরত আলী (৩২৩৮৬), জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনী), ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, দিনাজপুর এর বিরুদ্ধে বোঁচাগঞ্জ থানায় ফৌজদারী মামলা নং-১৮২সি/২০০১ দায়ের করা হয়;

যেহেতু পূর্ণাঙ্গ বিচার কার্যক্রম শেষে বোঁচাগঞ্জ থানা মামলা নং-১৮২সি/২০০১(১১/২০০৪) এর বিষয়ে বিজ্ঞ এডিশনাল সেশন জজ আদালত-২, দিনাজপুর কর্তৃক গত ১১-০৩-২০১৪ তারিখের রায়ে ডাঃ মোঃ হযরত আলী (৩২৩৮৬) জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনী), ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, দিনাজপুর-কে ৮(আট) বছরের জেল ও ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ১ (এক) বছরের জেল দণ্ড প্রদান করা হয়েছে;

যেহেতু, দ্য পাবলিক সার্ভেন্টস্ (ডিসমিসাল অন কনডিকশন) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৫ এর ৩(১) ধারামতে কোন গণকর্মচারী উক্ত অর্ডিন্যান্স-এর সিডিউলে বর্ণিত ফৌজদারী অপরাধে সাজা প্রাপ্ত হলে রায় বা সাজার আদেশ ঘোষণার তারিখ হতে তাৎক্ষণিকভাবে চাকরি হতে বরখাস্ত হবেন; এবং

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তা দ্য পাবলিক সার্ভেন্টস্ (ডিসমিসাল অন কনডিকশন) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৫ এর সিডিউলে বর্ণিত ফৌজদারী অপরাধে ৬ মাসের অধিক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন এবং ১০০০ (এক হাজার) টাকার অধিক জরিমানা দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন; এবং

এক্ষণে সেহেতু, ডাঃ মোঃ হযরত আলী (৩২৩৮৬) জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনী), ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, দিনাজপুর-কে পাবলিক সার্ভেন্টস্ (ডিসমিসাল অন কনডিকশন) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৫ এর ৩(১) ধারামতে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ বিজ্ঞ আদালতের দণ্ডাদেশ প্রদানের তারিখ ১১-০৩-২০১৪ থেকে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৪৬.২০১৪-৬৭০—যেহেতু ডাঃ মোঃ ইউছুব হারুন অর রশীদ (৩২৬০৬), সিনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জারী) পদের বিপরীতে, আধুনিক জেলা হাসপাতাল, গাইবান্ধা (প্রাক্তন সিনিয়র কনসালটেন্ট (শিশু), আধুনিক জেলা হাসপাতাল, জয়পুরহাট) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির' দায়ে ২২-০৫-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৪৬.২০১৪-৩৯৮ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ৩০-০৬-২০১৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীর সময় তিনি জানান যে, গত ২৬-১১-২০১৩ইং তারিখ হতে ২৯-০১-২০১৪ইং পর্যন্ত মোট ৬৫ দিন অসুস্থতার কারণে কর্মস্থলে উপস্থিত হতে পারেননি। অসুস্থতার কারণে যথাসময়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে উল্লিখিত ছুটির বিষয়টি অবগত করা সম্ভব হয়নি। এটি তার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি। চাকরি জীবনে বিগত ৩২ বছর তিনি কখনো বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেননি। তিনি বর্তমানে আধুনিক সদর হাসপাতাল, গাইবান্ধায় কর্মরত আছেন;

এক্ষণে সেহেতু, ডাঃ মোঃ ইউছুব হারুন অর রশীদ (৩২৬০৬), সিনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জারী) পদের বিপরীতে, আধুনিক জেলা হাসপাতাল, গাইবান্ধা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ১(এক) বছরের জন্য স্থগিত করা হল।

এম. এম. নিয়াজউদ্দিন
সচিব।

আদেশাবলী

তারিখ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭৩.২০১৪-৭৫০—যেহেতু, ডাঃ মোঃ মমতাজ মজিদ (৪৩৫৭৪), ইমারজেন্সি মেডিকেল অফিসার, সদর হাসপাতাল, মাগুরা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির' দায়ে ০৬-০৮-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭৩.২০১৪-৬০৫ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ১৪-০৯-২০১৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীর সময় তিনি জানান যে, পারিবারিক কারণে গত ২৯-০৩-২০১২ তারিখ হতে ০৭-০৪-২০১২ তারিখ পর্যন্ত নৈমিত্তিক ছুটি নিয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করেন। কিন্তু হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় ছুটি শেষে কর্মস্থলে যোগদান করা সম্ভব না হওয়ার বিষয়টি তিনি তাঁর কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে ছিলেন। সুস্থ হয়ে ২১-০১-২০১৪ তারিখে তিনি কাজে যোগদান করেন। তাঁর অনুপস্থিতির জন্য তিনি ক্ষমাপ্রার্থী।

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোঃ মমতাজ মজিদ (৪৩৫৭৪), ইমারজেন্সি মেডিকেল অফিসার, সদর হাসপাতাল, মাগুরা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক তাঁর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ২(দুই) বছরের জন্য স্থগিত করা হল। এই স্থগিতজনিত বেতন-ভাতা তিনি পরবর্তীতে বকেয়া হিসেবে প্রাপ্য হবেন না।

তারিখ, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৬১.২০১৪-৭৬১—যেহেতু, ডাঃ মোঃ জাকারিয়া (৪১৯৩৯), জুনিয়র কনসালটেন্ট, শিশু, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধিমতে 'অসদাচরণ' এর দায়ে ০৬-০৮-২০১৪ তারিখে ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৬১.২০১৪-৬০৭ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ১৬-০৯-২০১৪ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানীর সময় তিনি জানান যে, গত ২৯-০১-২০১৪ তারিখ সিভিল সার্জন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শনের সময় তিনি হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কোমরের ব্যাথার কারণে তিনি ০২-০২-২০১৪ তারিখ হতে ০৩-০২-২০১৪ তারিখ এবং পরবর্তীতে ০৫-০২-২০১৪ তারিখ হতে ০৬-০২-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত হাসপাতালে উপস্থিত হতে পারেননি। চাকুরির প্রশাসনিক নিয়ম কানুন সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান নেই এবং তাঁর ভুলের জন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থী;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ মোঃ জাকারিয়া (৪১৯৩৯), জুনিয়র কনসালটেন্ট, শিশু, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২)(এ) বিধিমতে 'তিরস্কার' করে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হল।

এ. এম. বদরুদ্দোজা
অতিরিক্ত সচিব।

পার-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩১ আগস্ট ২০১৪

নং ৪৫.১৪৩.০২২.০০.০০.০০৪.২০১৩-৪৬৪—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত ৩০-০৬-২০১৪ তারিখের ৪৫.১৪৩.০২২.০০.০০.০০৪.২০১৩-৩৭৭ নং প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ডাঃ রাশেদ আল মামুন (১০২৭২৮২), ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-কে সাময়িক বরখাস্ত এর আদেশটি এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হল এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত এরূপ অভিযোগের বিষয়ে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হল।

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম. এম. নিয়াজউদ্দিন
সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং স্বাপকম/চিশি-২/বিবিধ-৮/২০১৪/৬১৭—স্বাস্থ্যখাতে উন্নয়নের লক্ষ্যে "জাতীয় স্বাস্থ্য কাউন্সিল" এর সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী দেশে মানসম্মত মেডিকেল শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা বিশেষতঃ বেসরকারি খাতের মেডিকেল শিক্ষা ও সেবা নিশ্চিতঃকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ্য গ্রহণের নিমিত্ত একটি এক্রেডিটেশন কাউন্সিলের আইন/বিধি-বিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে খসড়া প্রস্তুতের জন্য ২৬-৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে স্বাপকম/চিশি-২/বিবিধ-৮/২০১৪/৫১৩ সংখ্যক স্মারকে গঠিত কমিটিতে গত ২৮-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক হেলথ ইকোনমিক্স ইউনিট এর মহা-পরিচালক জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম-কে নির্দেশক্রমে কো-অপ্ট করা হলো এবং উল্লিখিত কমিটির সদস্যদের মধ্য হতে নিম্নেবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে একটি সাব-কমিটি গঠন করা হলোঃ

আহবায়ক

(১) মহাসচিব, বিএমএ

সদস্যবৃন্দ

(২) মহাপরিচালক, এইচইইউ
(৩) ডীন (ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(৪) রেজিস্ট্রার, বিএমডিসি

সদস্য-সচিব

(৫) পরিচালক, সিএমই

সাব-কমিটি প্রয়োজনে যেকোন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

২। উল্লিখিত কমিটি আগামী ১৫-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে এক্রেডিটেশন কাউন্সিল এর বিধি-বিধান এর একটি খসড়া প্রণয়ন করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাহফুজা আকতার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পুলিশ অধিশাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১ সেপ্টেম্বর ২০১৪

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০৩৭.১৩-৭১১—যেহেতু, জনাব জমির উদ্দিন আহমদ, সাবেক অফিসার ইনচার্জ, শিবগঞ্জ থানা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বর্তমানে সহকারী পুলিশ সুপার, পিএসটিএস, বেতবুনিয়া, রাঙ্গামাটি (চাকুরী হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত) এর

বিরুদ্ধে ২৮-০২-২০১৩ তারিখ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর বিচারাধীন মামলার রায় ঘোষণার প্রেক্ষিতে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবির কর্মী/সমর্থকগণ শিবগঞ্জ থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় সরকারি/বেসরকারি সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতিসাধনসহ সহিংস ও নাশকতামূলক ঘটনা ঘটায়। হরতাল চলাকালে কানসাট পল্লী বিদ্যুৎ ভবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় জাতায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের উচ্ছৃঙ্খল কর্মী/সমর্থকগণ নির্বিঘ্নে কানসাট পল্লী বিদ্যুৎ ভবনে প্রবেশ করে রেস্ট হাউজ, সরকারি বাসভবন ভাংচুর, লুটপাটসহ বিদ্যুৎ ভবনে অগ্নিসংযোগ করে। এছাড়াও উক্ত নাশকতাকারী কর্মী সমর্থকরা সোনা মসজিদ স্থল বন্দর এলাকা ও পিরোজপুরের নির্মাণাধীন পর্যটন মোটেলে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বাতিল এবং আটক নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবীতে আন্দোলনরত নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের ব্যাপারে নির্দেশ প্রাপ্তির পরও তিনি যথাযথ ব্যবস্থা না করায় নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনাকারীদের গ্রেফতার করতে সক্ষম হননি। ফলে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির অফিসে অগ্নিসংযোগের কারণে প্রায় ৩৫ হাজার গ্রাহক বিদ্যুৎ সুবিধা ও হাজার হাজার একর জমি সেচ সুবিধা হতে বঞ্চিত হয়েছেন। উল্লিখিত অভিযোগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২. ০৩৭.১৩.৮২২, তারিখঃ ০১-০৯-২০১৩ খ্রিঃ মূলে অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা জারি করে অত্র মন্ত্রণালয়ের ১৬-০১-২০১৪ তারিখের ২২/১ নম্বর স্মারকে জনাব মোঃ কফিল উদ্দিন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) নওগাঁ-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(৪), ৭(১০) এবং ১০ নং বিধির বিধান অনুসারে যথাযথভাবে তদন্ত করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

২। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব জমির উদ্দিন আহমদ এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি।

এক্ষণে, সেহেতু জনাব জমির উদ্দিন আহমদ এর বিরুদ্ধে উক্ত বিধিমালার ৩(এ) ও ৩(বি) বিধানমতে আনীত অভিযোগসমূহের দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২৬-১১-২০১৩ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০৩৭.১৩-১০৭৫ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে সাময়িকভাবে বরখাস্ত আদেশটি এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হ'ল। তার সাময়িক বরখাস্তকাল কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য হবে।

৪। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
সিনিয়র সচিব।

আইন অধিশাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩১ আগস্ট ২০১৪

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৫.১৪-২৬৫—বিএমপি, বরিশাল মেট্রোর কোতোয়ালী মডেল থানার জিডি নং-৬৪৫, তারিখ-১৪-০৮-২০১৪ খ্রিঃ মূলে ধৃত আসামি এ্যাডঃ মোয়াজ্জেম হোসেন হেলাল (৫৪), পিতা-মৃতঃ ফখর উদ্দিন আহম্মেদ, সাং-ব্রাউনকম্পাউন্ড (আমির, বাংলাদেশ জামায়েত ইসলামী, বরিশাল মহানগর, বরিশাল), কোতোয়ালী মডেল থানা, বিএমপি, বরিশাল গং গত ১৪-০৮-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ আনুমানিক ১৯:৩০ ঘটিকার সময় হতে বরিশাল কোতোয়ালী মডেল থানাধীন তোরাব আলী খাঁন সড়কে অবস্থিত ডাঃ মাজেদ আলী হাওলাদারের বসত বিল্ডিং "ডাইরেক্টর ভবন" এর ২য় তলায় বসে জাতীয় শোক দিবস (১৫ই আগস্ট) এর অনুষ্ঠান বানচালসহ বৈরিতা, ঘৃণা ও বিদ্বেষ উদ্রেকের মাধ্যমে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা এবং মানবতা বিরোধী অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত যুদ্ধাপরাধীদের চলমান বিচার কার্যক্রম ব্যাহত করাসহ নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে বৈধ সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র করছিলেন। এ্যাডঃ মোয়াজ্জেম হোসেন হেলাল এর নিকট হতে ১,৭৫,৭০০ (এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার সাতশত) টাকা জব্দ তালিকামূলে জব্দ করা হয়। উক্ত উদ্ধারকৃত টাকা ষড়যন্ত্রমূলক কাজে বাস্তবায়নে ব্যবহৃত হত মর্মে জানা যায়। আসামিরা উক্ত কর্মকাণ্ড দ্বারা অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধ করেছেন যা দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ১২০খ ও ধারা ১২৪ক এর অপরাধ। উক্ত অপরাধ সংঘটনের কারণে আসামিগণের বিরুদ্ধে পেনাল কোড, ১৮৬০ এর ধারা ১২০-খ এবং ধারা ১২৪-ক তে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে মামলা রুজুর লক্ষ্যে অফিসার ইনচার্জ, কোতোয়ালী মডেল থানা, বিএমপি-বরিশালকে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ধারা ১৯৬এ ও ধারা ১৯৬ এর অধীন সরকারের অনুমোদন এতদ্দ্বারা নির্দেশক্রমে জ্ঞাপন করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এফ এম তৌহিদুল আলম
সহকারী সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ, ৪ ডিসেম্বর ২০১৪

নং বিচার-৭/২এন-১১০/৭৮-৫৭৯—মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ রুহুল আমিন, পিতা-মৃত কালাই হোসেন, গ্রাম-চৌড়া উত্তর গাঁও, ডাকঘর ও থানা-কালীগঞ্জ, জেলা-গাজীপুর) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত কালীগঞ্জ পৌরসভার ৫, ৬ ও ৭নং ওয়ার্ডের অধিক্ষেত্রের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে। উল্লেখ্য, কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা/স্থগিতাদেশ থাকলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হবে।

তারিখ, ৮ ডিসেম্বর ২০১৪

নং বিচার-৭/২এন-২৪/২০১৩(অংশ-১)-৫৯০—মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান, পিতা-হাজী মোঃ তোতা মন্ডল, গ্রাম-বারেন্ডা, ডাকঘর-কাশিমপুর, থানা-জয়দেবপুর, ওয়ার্ড নং-৩, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, জেলা-গাজীপুর।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ৩নং ওয়ার্ডের অধিক্ষেত্রের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে। উল্লেখ্য, কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা/স্থগিতাদেশ থাকলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হবে।

তারিখ, ১৪ ডিসেম্বর ২০১৪

নং বিচার-৭/২এন-২৪/২০১৩(অংশ-১৩)-৬০৯—মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ শাহাদাৎ হোসেন, পিতা-মৃত সাহাবুদ্দিন মুন্সি, গ্রাম-আমবাগ মধ্যপাড়া, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং-১০, ডাকঘর-নীলনগর, থানা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ১০নং ওয়ার্ডের অধিক্ষেত্রের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে। উল্লেখ্য, কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা/স্থগিতাদেশ থাকলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হবে।

তারিখ, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৪

নং বিচার-৭/২এন-২৪/২০১৩(অংশ-৮)-৬১৪—মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন, পিতা-মৃত আব্দুল মান্নান, সাং বাইমাইল, ব্লক-ই, হোল্ডিং নং ৬০৬, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং-১২, ডাকঘর-কাশেম কটন মিল্‌স্ লিঃ, থানা-গাজীপুর সদর, গাজীপুর।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ১২নং ওয়ার্ডের অধিক্ষেত্রের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে। উল্লেখ্য, কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা/স্থগিতাদেশ থাকলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হবে।

মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।